‘স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে কার্যকর ও শক্তিশালীকরণে করণীয়’

‘সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক’ (১৪ জুলাই, ২০০৭)

বাংলাদেশের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী এবং কার্যকর করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদানের জন্য

বর্তমান সরকার জুন মাসের প্রথমদিকে বাংলাদেশের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী এবং কার্যকর করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। আমাদের সংবিধান স্থানীয় সরকারকে ‘সরকার’ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রশাসনের সকল স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর ‘স্থানীয় শাসন কার্যের’ ভার প্রদান করেছে। সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে অনুযায়ী, “(ক) প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য; (খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা; এবং (গ) জনসাধারণের কার্য ও আর্থিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন” স্থানীয় সরকারের ওপর ন্যাস্ত। সংজ্ঞাগতভাবেই স্থানীয় সরকার একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং নির্বাচিত সরকার হিসাবে এর জবাবদিহিতা হলো জনগণের নিকট, আমলা বা প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের নিকট নয়। এই চেতনাকে সামনে রেখে আমরা স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার একটি রুপরেখা তৈরী করেছি, যা সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করে কমিটির নিকট দাখিল করা হবে।

১. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো ও স্তরঃ

- স্থানীয় সরকারের স্তর হবে তিনটি: ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদ। সকল পরিষদ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।
- প্রত্যেক পরিষদের সভাপতি ও সহসভাপতি পরিষদের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।
- ‘ওয়ার্ড সভার’ মাধ্যমে পরিষদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

২. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জনবল, দায়-দায়িত্ব, ক্ষমতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমন্বয়ঃ

- সাবসিডিয়ারিটি (subsidiarity principle) হলো, সকল কার্যাবলী জনগণের সবচেয়ে নিকটের সরকারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা। যে কার্যাবলী নিম্নতম স্তরে সমাধান সম্ভব নয়, সেগুলোই শুধু উপরের স্তরের জন্য নির্ধারিত হতে পারে। (যেমন: প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষা ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে এবং হাসপাতাল পরিচালনা ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা জেলা পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত করা)।
- বিভিন্ন স্তরে সকল সরকারি কর্মকর্ত-কর্মচারী নির্বাচিত পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বধানে থাকবে, যাতে প্রত্যেক পরিষদের যথেষ্ট জনবল থাকে।
- প্রত্যেক পরিষদের সুস্পষ্ট দায়িত্ব নির্ধারিত থাকবে, যাতে কোন প্রকার দ্বৈততার সুযোগ না থাকে এবং সকল স্তরের মাঝে সমন্বয় বিরাজ করে।
- প্রত্যেক পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ দায়-দায়িত্ব সম্পন্ন স্থায়ী কমিটি থাকবে। এসকল কমিটিতে স্থানীয় বিশেষজ্ঞরাও অর্ন্তভূক্ত হবেন।

৩. স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায়ঃ

- স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয় স্থানীয় সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে মানসম্মত প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করবে:
  - জেন্ডার সমতা এবং পরিবেশ সংরক্ষণসহ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য এবং এগুলো অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি ও সম্পদের উৎস।
  - উন্নয়নের লক্ষ্যে জনগণকে সংগঠিতকরণের নীতি ও প্রয়োগ এবং স্থানীয় সচেতন নাগরিকদেরকে উৎসাহিতকরণ ।
  - গণতান্ত্রিক স্বশাসনের নীতি ও প্রয়োগ ।
  - পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নের নীতিমালা প্রণয়ন।
  - প্রত্যেক স্থায়ী কমিটির সদস্যদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ।
- স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয় ‘ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব লোকাল গর্ভমেন্টের (এনআইএলজি)’ মতো জাতীয়ভাবে একটি নোডাল এজেন্সি (Nodal Agency) নির্ধারণ করবে। এই সংস্থা প্রত্যেক জেলায় প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা চিহ্নিত করবে এবং তাদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবে।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীকে সহায়তা ও একই ধারায় পরিচালনা এবং সকল কর্মসূচি জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয় সহজে ব্যবহার করা যায় এমন একটি ওয়েব নির্ভর (e-governance) পদ্ধতি চালু করবে।

- ইউনিয়ন পরিষদের যে সকল কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন কর্মীর সহায়তার প্রয়োজন, উপজেলায় সেসকল কর্মীর যোগান (pool) রয়েছে। উপজেলা পরিষদের বিশেষ দায়িত্ব হবে এসকল কর্মীর তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়।

৪. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের উৎস এবং আয় বৃদ্ধির কৌশলঃ

- রাষ্ট্রপতি বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের সমন্বয়ে একটি 'অর্থ কমিশন' নিয়োগ দেবেন। এই কমিশন সরকারের সাধারণ রাজস্ব বিভিন্ন স্তরে বন্টনের জন্য যথাযথ সুপারিশ প্রদান করবে।
- এই কমিশন (ক) জনসংখ্যা, (খ) বিশেষ চাহিদা, (গ) পূর্বে প্রাপ্ত তহবিলের যথাযথ ব্যবহার এবং (ঘ) স্থানীয়ভাবে তহবিল সংগ্রহ ইত্যাদি বিবেচনা করে স্থানীয় সরকারের প্রত্যেক স্তরের তহবিল বন্টনের একটি ফরমূলা নির্ধারণ করবে।
- একটি নতুন সমন্বিত *স্থানীয় সরকার আইন* প্রত্যেক স্তরে রাজস্বের সুনির্দিষ্ট উৎস চিহ্নিত করবে।

৫. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিতকরণ ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সম্পর্কঃ

- প্রত্যেক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হবে স্বশাসিত এবং জনগণের নিকট দ্বায়বদ্ধ। এসকল প্রতিষ্ঠান কোন সরকারি কর্মকর্তা বা অন্য কোন নির্বাচিত প্রতিনিধির কর্তৃত্বাধীন হবে না।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারের নির্দেশনা, নিয়ন্ত্রন ও তত্ত্বাবধান থেকে মুক্ত থাকবে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের ভূমিকা হবে স্থানীয় প্রতিষ্ঠনসমূহকে সহায়তা করা, নিয়ন্ত্রন নয়। শুধুমাত্র স্থানীয় সরকারের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ন্যয়পালের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার কোন নির্বাচিত প্রতিনিধিকে সাময়িক বরখাস্ত বা পরিষদ বাতিল করতে পারবে।
- ব্যয় সাশ্রয়ী এবং নির্বাচনে সরকারের হস্তক্ষেপ রোধের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে স্থানীয় সরকারের সকল স্তরে একইসাথে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচন হবে নির্দলীয়ভাবে। প্রার্থী বা তার প্রতিনিধি নির্বাচনী আইন ও বিধি গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করলে নির্বাচন কমিশন তার প্রার্থীতা এবং নির্বাচন বাতিল করতে পারবে।

৬. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে স্থানীয় সংসদদের সর্ম্পকঃ

- ক্ষমতার পৃথকীকরণ এবং জনগণের নিকট সরাসরি জবাবদিহিতার মাধ্যমেই গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব হলো আইন প্রণয়ন এবং সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। তবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে সংসদ সদস্যদের কোন ভূমিকা থাকা সমীচীন নয়।

৭. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর ক্ষমতায়নের কৌশলঃ

- প্রত্যেক পরিষদের প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকা (ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন) থেকে একজন নারী ও একজন পুরুষ সরাসরি নির্বাচিত হবেন। প্রত্যেক ইউনিয়ন থেকে দুইজন প্রতিনিধি–একজন নারী এবং একজন পুরুষ–উপজেলা এবং জেলা পরিষদের জন্য নির্বাচিত হবেন।
- ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সকল পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সভাপতি পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্বাচিত সদস্যদের প্রশিক্ষণে নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গীয় সমতা অর্ন্তভূক্ত থাকবে।

৮. স্থানীয় সরকার পরিষদে নির্বাচন ও প্রার্থীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতাঃ

- কোন ব্যাক্তি একইসাথে দু'টি নির্বাচিত পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না।
- কোন ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না, যার

● সরাসরি বা পরোক্ষভাবে (পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে) স্থানীয় সরকারের সাথে ব্যবসায়িক সর্ম্পক আছে বা কোন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব আছে।

● নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধের জন্য ছয় মাস বা ততোধিক সময়ে কারাদণ্ড ভোগ করেছে।

● পরিবারের অন্য কোন সদস্য, একই পরিষদের সদস্য।

● নির্বাচন কমিশন সংসদ সদস্য পদে প্রার্থীতার জন্য আরো যেসকল বিষয় অযোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করেছে।

- আয়, রেসিডেন্সি, শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ হাইকোর্ট এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সংসদ সদস্যদের যে সকল বিষয়ে তথ্য প্রদানের বিধান (যেমনঃ হাইকোর্টের ৮টি তথ্য) রয়েছে তা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থীদেরকেও প্রকাশ করতে হবে।

৯. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাঠামোগত সংস্কারঃ

- রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সকল আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রর্বতন করবেন। সার্কুলারের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার পরিচালনার সংস্কৃতি বদলাতে হবে।
- হাইকোর্ট কর্তৃক অসাংবিধানিক ঘোষিত 'গ্রাম সরকারকে' বিলুপ্ত করতে হবে।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে:

● প্রতি তিন মাসে 'ওয়ার্ড সভা' আয়োজন বাধ্যতামূলক করা হবে।

● একজন নাগরিক জাতীয় সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত থেকে যেভাবে সংসদ কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করতে পারে ঠিক সেইরূপ যে কোন স্থানীয় সরকার পরিষদের যেকোন সভায় যে কোন নাগরিক উপস্থিত থেকে যাতে কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করতে পারে তার আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

● স্থানীয় সরকারের সকল কার্যাবলী, বাজেট, ব্যয়, সভার কার্যবিবরণীসহ অন্য যেকোন তথ্য পাওয়ার আইনগত অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

● সকল পরিকল্পনা, কর্মসূচি, সভার কার্যবিবরণী বাংলায় সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

● সকল পরিষদে একজন 'পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার' থাকবেন যিনি জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

- 'ওয়ার্ড সভার' মাধ্যমে ভোটারদের অংশগ্রহণ, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং উপকারভোগী নির্ধারণ নিশ্চিত করা হবে।
- নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পরিকল্পনা প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও নীতি-নির্ধারণ করবে। তারা প্রকল্প বাস্তবায়নে সরাসরি যুক্ত হবে না।

১০. অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং কার্যকর মূল্যায়নের কৌশলঃ

- পরিষদ স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত রাজস্ব এবং অর্থ মন্ত্রনালয় থেকে প্রাপ্য কেন্দ্রীয় অর্থের সমন্বয়ে একটি খসড়া বাজেট প্রনয়ন করবে।
- পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর জন্য একটি ওয়াকিং কমিটি (স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি) গঠন করবে। নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি কমিটির সভাপতিত্ব করবেন।
- প্রত্যেক ওয়ার্কিং কমিটি স্থানীয় চাহিদা নিরূপন এবং চলমান কর্মসূচির মূল্যায়ন করে একটি নির্ধারিত ছকে বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেটের খসড়া তৈরী করবে।
- এই পরিকল্পনা প্রত্যেক ওয়ার্ডের বছরের প্রথম 'ওয়ার্ড সভায়' উপস্থাপন করা হবে। সভাপতি জনগণের মতামতের জন্য অগ্রাধিকার নিরূপণের যৌক্তিকতা ব্যখ্যা করবেন। ইউনিয়ন পরিষদ অত:পর বার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে জেলা পরিষদের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রনালয়ে তহবিল বরাদ্দের জন্য প্রেরণ করবে।
- জেলাপরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় করবে এবং দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদী জেলা পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

১১. জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের উপায়ঃ

- 'ওয়ার্ড সভার' কোরাম নিশ্চিত করার জন্য ওয়ার্ডের পুরুষ এবং নারী প্রতিনিধি দ্বায়বদ্ধ থাকবে। এ দায়িত্ব পালনে অপারগতার জন্য নির্বাচন কমিশন উভয় প্রতিনিধিকে অপসারণ করতে পারবে।
- 'ওয়ার্ড সভায়' জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে নাগরিক সমাজের বিশেষ ভূমিকা থাকবে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ সোস্যাল মবিলাইজেশনে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

১২. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনাঃ

- মানসম্মত ই-গর্ভন্যন্স পরিচালনা, পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন এবং হিসাব রক্ষণে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পরিষদ একাউন্টস অফিসার হিসাবে নিয়োগ প্রদান করবে।
- প্রত্যেক পরিষদকে দক্ষ অডিটর দ্বারা হিসাব অডিট করবে এবং তা ওয়ার্ড সভায় উত্থাপন করবে।

১৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশলঃ

- 'অর্থ কমিশন' একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদার অন্তত: ৫০ ভাগ রাজস্ব স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা যায় তার উপায় ও দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।
- 'অর্থ কমিশন' স্থানীয়ভাবে রাজস্ব বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করাসহ কেন্দ্রীয় রাজস্ব বন্টনের ফরমূলা এডজাস্ট করবে।
- কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাপ্ত অর্থের ন্যায় স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থেরও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা করা হবে।

১৪. স্থানীয়, সামাজিক বিরোধ ও সাধারণ প্রকৃতির অপরাধ নিস্পত্তির প্রয়োজনে বিকল্প পদ্ধতি প্রণয়নের রুপরেখাঃ

- সাধারণ নির্বাচনের সময় ইউনিয়ন পরিষদ একজন 'সালিশনিস্পত্তিকারী' নির্বাচিত করবে, যার ২৫,০০০ টাকা জরিমানা ধার্যসহ সামাজিক বিরোধ নিস্পত্তির আইনগত ক্ষমতা থাকবে। তবে তার কোন প্রকার কারাদণ্ড প্রদানের ক্ষমতা থাকবে না।
- ইউনিয়ন 'সালিশনিস্পত্তিকারী' পারিতোষিক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সমতুল্য হবে।

- ইউনিয়ন 'সালিশনিষ্পত্তিকারী' হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে এবং নিকটবর্তী জেলা জজের তত্ত্বাবধানে থাকবে।

১৫. স্থানীয় পর্যায়ে আইন শৃঙ্খলা বিষয়ে জনগণের সাহায্য-সহযোগিতা নিশ্চিতকরণের কৌশলঃ

- এটি আজ প্রমানিত সত্য যে, অপরাধ ও অপরাধীদেরকে নিয়ন্ত্রণের কার্যকর উপায় হলো স্থানীয় জনগণকে সংগঠিতকরণ। এজন্য প্রয়োজন যারা জনগণের নিকটে অবস্থান করে তাদেরকে নিয়ে জনগণের স্বার্থে, জনগণের জন্য পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- আনসার/ভিডিপি সদস্যদের, যাদের দায়িত্ব হলো জননিরাপত্তার রক্ষার্থে 'কমিউনিটি পুলিশের' ভূমিকা পালন, তাদেরকে ইউনিয়ন পরিষদের তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ করা। উপজেলা প্রশাসন তাদেরকে তত্ত্বাবধান করবে।

১৬. সুনাগরিকদের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কৌশল নির্ধারণঃ

- হাইকোর্ট কর্তৃক নির্দেশিত প্রার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্যাদির প্রকাশ (৮টি তথ্য) অপরাধীদেরকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখবে, যা সুনাগরিকদেরকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

১৭. বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যপরিধি ও পারস্পরিক সম্পর্কঃ (দেখুন ২)

- কার্যকর স্থানীয় সরকার সৃষ্টির একটি উপায় হলো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন দ্বায়-দায়িত্বের জন্য একটি স্থায়ী কমিটি গঠন। তবে প্রত্যেক পরিষদ তার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থায়ী কমিটি গঠন করবে। তবে কোনভাবেই স্থাযী কমিটির সংখ্যা চারের কম হবে নাঃ

- পরিকল্পনা, বাজেট এবং তথ্য প্রদান বিষয়ক
- স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক
- স্থায়ী জীবিকা নির্বাহ এবং অথনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক
- সামাজিক ন্যায়বিচার, জননিরাপত্তা, কমিউনিটি পুলিশ এবং মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক।

- ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর সিডিউল-১ বর্তমান সময়ে অনুপযোগী, কারণ এটি মূলত অবকাঠামো ও পরিবেশ এর ওপর অত্যাধিক গুরাত্বারোপ করেছে, যদিও স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে কিছু কিছু উল্লেখ আছে। তাই স্থায়ী কমিটির দায়-দায়িত্ব অনুযায়ী এই তালিকা পুনর্গঠন অত্যন্ত জরুরি।

উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা স্থানীয় নেতা। তারা হতে পারেন সমাজ পরিবর্তনের রূপকার। তাদের কার্যাবলী শুধুমাত্র সেবা প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিৎ নয়। তাদের ভূমিকা হবে জনগণকে জাগিয়ে তুলে, সংগঠিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করা।

- **ইউনিয়ন পরিষদঃ** ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব হলো ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদান। ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবা, নিরাপদ পানি, পয়:নিষ্কাষণ ও অনান্য কার্যাবলী। তাছাড়াও ছোট হাট-বাজার, জলাশয়, সেচ-কার্যের ব্যবস্থাপনাও ইউনিয়ন পরিষদের অর্ন্তভূক্ত। জনগণ প্রতিদিন যে সকল সমস্যার সম্মুখিন হয় সেগুলো মূলত স্থানীয় এবং এর সমাধানও স্থানীয়ভাবেই করা প্রয়োজন। ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ইউনিয়ন পরিষদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এছাড়াও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীও ইউনিয়ন পরিষদ সমন্বয় করবে। তবে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিদিরা সরাসরি কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন না।

- **উপজেলা পরিষদঃ** বাংলাদেশে উপজেলা পরিষদের আওতায় সরকারের বিরাট সংখ্যক দক্ষ কমকর্তাদের অবস্থান। এসকল কর্মকর্তাদের জ্ঞান-দক্ষতা উপজেলা পরিষদে অবস্থিত ইউনিয়ন পরিষদের মাঝে বিতরণ হওয়া প্রয়োজন। তাই পেশাগত মান নিশ্চিকরণ ও সমন্বয় সাধন করা উপজেলা পরিষদের প্রাথমিক দায়িত্ব। বর্তমানে উপজেলা পরিষদের কার্যাবলীর, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীর দ্বৈততা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এর পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। জাতি গঠনমূলক সরকারের বিভিন্ন বিভাগের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় ছাড়াও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল ব্যক্ষস্থাপনা উপজেলা পরিষদের একটি সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব হওয়া উচিৎ।

- **জেলা পরিষদঃ** রাস্তাঘাট, কালভার্ট নির্মাণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন জেলা পরিষদের গুরুত্বপূর্ন এবং অনন্য দায়িত্ব। এছাড়াও জেলা পরিষদের দায়িত্ব হলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কারিকুলামের উন্নয়ন এবং যোগ্য ও দক্ষ কর্মী সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, যাতে স্থানীয় সরকারের তিনটি স্তরেই প্রয়োজনীয় কর্মীর সরবরাহ নিশ্চিত হয়। অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন এর অন্যতম দায়িত্ব হওয়া উচিৎ।